COLLEGE NAME

COURSE : LANGUAGE ACROSS CURRICULUM

PRACTICUM ON :

DEVELOPING SPEAKING SKILLS- ORAL PRESENTATION, DEBATE,ELOCUTION,DISCUSSION, BRAIN STORMING

সূচীপত্র

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
1.0	ভূমিকা	1-2
1.1	শিক্ষণ	3
1.2	শিখন	4-5
1.3	পাঠ্যক্রম	6
1.4	শিক্ষা / শিখন / পাঠ্যক্রমের অর্থ	7-
1.5	প্রাসঙ্গিক প্র্যাকটিকাম নির্বাচন ও নির্বাচনের কারণ	8-9
1.6	প্র্যাকটিকামের প্রয়োজনীয়তা	10
2.0	উদ্দেশ্য	11
3.0	পদ্ধতি	12
3.1	টুলের ব্যবহার	13
3.2	প্র্যাকটিকামের উপস্থাপন	14
3.2.1	টাস্ক ওয়ান	14
3.2.1.1	মৌখিক উপস্থাপনা	14-15
3.2.1.2	বিতর্ক	16-17
3.2.1.3	বাগ্মিতা বা বক্তৃতা	18-19
3.2.1.4	আলোচনা	20-21
3.2.1.5	অভিনয় প্রদর্শন	22-23
3.2.2	টাস্ক - টু	
3.2.2.1	মৌখিক উপস্থাপনের নমুনা	24-25
3.2.2.2	বিতর্কের নমুনা	26
3.2.2.3	বাগ্মিতার নমুনা	27
4.0	উপসংহার	28
	References	

1.0 Introduction :—

শিক্ষার্থী তার পারিবারিক পরিবেশে স্থানীয় কথ্যভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়, কিন্তু আমাদের বৃহত্তর পরিবেশে তাকে বড়ো হয়ে উঠতে হবে. সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে হবে. এর জন্য তার প্রয়োজন হয় সর্বজনমান্য বিশুদ্ধ চলিত ভাষার ব্যবহার, আর সেটি হল আমাদের স্কুল স্তরের ভাষা. কথন দক্ষতা অর্জন বলতে আমরা সেই কথ্য ভাষারচনার দক্ষতা অর্জনকেই বুঝি. বাস্তবে দেখা যায়, কোনো কোনো শিক্ষার্থী বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে, আবার কেউ বক্তব্যটিকে সঠিক ভাবে অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারেনা, এরকম অনেক যেমন যে, স্থান, কাল, পাত্রভেদে কথা বলার কারণে পারদর্শিতা এলে মনে সেটি প্রকাশ-ভাবে তুলতে পারে না. অর্থাৎ যথাযথ কথনের দক্ষতার অভাবে পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধানে অপারগ হয়. সাধারণ শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন পরিবেশ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী শিক্ষার্থী লক্ষ্য করা যায়. কেউ লাজুক কেউ চঞ্চল, কেউ বা নিজেকে ঠিক অপরের সঙ্গে মেলাতে পারেনা বলে গুটিয়ে রাখে. আর ও সর্বদা অন্যের সামনে অপমানিত হবার ভয় অনেক বেশী কেউ বা খুব সাহসী. এদের সঙ্গে এবং উন্নয়ন যোগ্য বর্তমান. বাচনিক স্বনির্ভরতা অর্জনই কথনের অন্যতম প্রধান গুরুত্ব. যথাযথ কথন দক্ষতার অভাবে পরিবেশের সঙ্গে সংগতি বিধানে অপারগ হয়. বিদ্যালয়ে মৌখিক উপস্থাপনা, বিতর্ক সভা,

আলোচনা, আলোচনাসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে
প্রচলন বৃদ্ধির বিশেষ প্রচেষ্টা সম্ভব,

1.1. Education:- জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, চরিত্র ও মানসিক শক্তির বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ, সেইক্ষেত্রে শিক্ষা বলতে বোঝায় যে শিক্ষণ বা ট্রেনিং সুপরিকল্পিত বিশেষভাবে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে সম্পন্ন হয়,

শিক্ষা আমাদের জ্ঞান দেয় আমাদের চারপাশের পৃথিবীটাকে বোঝার, আমরা সেটার দর্শন তত্ত্ব থেকে বেশী কিছু শিখতে সাহায্য করে.

জীবনের প্রতি আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করতে সাহায্য করে থেকেছেন.

জীবনে প্রতিটি বিষয়ের উপর আমাদের অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি আর্থিক করে

শিক্ষা আমাদের উদ্যম, উদ্বুদ্ধ করে দেয় জীবনের প্রতি.
সমাজে শিক্ষার প্রসারের বড় পরিবর্তন দরকার আমাদের চারিপাশে যত বেশী শিক্ষার আলো জ্বলে উঠবে, আমাদের আশেপাশের মত অন্ধকার, অন্যায়, অপরাধ ও কুসংস্কারের জাল দূর হবে, তবে আমাদের চারপাশে শুধু পরিণত নয়. প্রকৃত শিক্ষায় সবাইকে শিক্ষিত করে তোলা.

1.2 Language:- ভাষা হল মানব মনের ক্রিয়াজাত শব্দাবলির ধ্বনিসমষ্টির প্রকাশ। ভাষাতাত্ত্বিক ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এর মতে' মানব মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন শব্দসমষ্টিকে ভাষা বা Language বলে.

বর্তমান পণ্ডিত স্যাকসমলার এর মতে 'ভাষা হল চিন্তার প্রতীক. ব্যাকরণবিদদের ভাষা হল বিভিন্ন প্রাণী সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময়ের জন্য বাগযন্ত্র নিঃসৃত অর্থবোধক ধ্বনি অথবা বিভিন্ন অর্থবোধক অঙ্ক, চিহ্ন. ও সংকেত ইত্যাদির লিখিত রূপ.

ভাষার শ্রেণীবিভাগ দুই প্রকার :- (1) মাতৃভাষা
(2) দ্বিতীয় ভাষা

(1) মাতৃভাষা : যে ভাষায় আমরা নিজেদের সুখ, দুঃখ প্রকাশ করি, অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা মুখে কথা বলি অর্থাৎ যে ভাষায় সহজভাবে আমার ভাব বোধ হয়. আমি আমার মনের ভাব কথা প্রকাশ করতে পারি, তাকে বলে মাতৃভাষা বা Mother tongue.
আমি বাঙালী তাই আমার মাতৃভাষা বাংলা.

দ্বিতীয় ভাষা:— প্রাথমিক স্তরে ভাষা হিসাবে মাতৃভাষায় সাবলীল দক্ষতা অর্জনের পর মাধ্যমিক স্তরে গিয়ে অন্যান্য বিদ্যালয়ে অন্য একটি ভাষার শেখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাকে বলে দ্বিতীয় ভাষা.

যে ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ ও প্রশাসনের ব্যবহৃত হয়, সেই ভাষায় বিজ্ঞানসহ নানান বই প্রকাশিত হয়.

ইংরেজী আমাদের কাছে বিদেশসহ অনেকের কাছে দ্বিতীয় ভাষা বা Second language.

বর্তমানে ভারতীয় সংবিধানে 22টি স্বীকৃত ভাষা আছে.

1.3 Curriculum:-

'পাঠ্যক্রম' হল ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়ক — নির্বাচিত সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞতা-সমূহের এক সামগ্রিক সমন্বয়।

পাঠ্যক্রমের দ্বারা শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে সকল পরিস্থিতিকরণে প্রস্তুত করার মূল দায়িত্বই হল পাঠ্যক্রমের সাথে জড়িত শিক্ষাবিদগণ সংগঠনের।

পাঠ্যক্রম হল কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্ধারিত ও নির্বাচিত পাঠ্যসূচির সমন্বয়।

পাঠ্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করা। শিক্ষার্থীর সকল প্রকার দক্ষতা ও চেতনা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজন হয় সুচিন্তিত ও সাবলীল রেখা। তাই পাঠ্যক্রমের উপস্থাপন হবে যাতে তা সহজেই শিক্ষার্থীর কাছে বোধগম্য হয়ে ওঠে।

1.4. Relation among the Education, Language and Curriculum:-

শিক্ষা, ভাষা ও পাঠ্যক্রম প্রত্যেক প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, এদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকটি জড়িয়ে আছে, প্রত্যেকই প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত. তিনটি বিষয় তিনটি একে অপরের সাথে জড়িত. একে, অপরের ছাড়া চলতে পারে না.

প্রথমেই আসা যাক, ভাষার ক্ষেত্রে, ভাষা হল মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করার মাধ্যম. তাহলে আমরা বলতে পারি, ভাষা ছাড়া আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি না. শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমাদের একটি মাধ্যমের প্রয়োজন, সেটি হল ভাষা. যে যে ভাষায় কথা বলে তার মাধ্যমে! সেই ভাষায় শিক্ষা লাভ করে.

আবার পাঠ্যক্রম হল শিক্ষার্থী বা ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট ও নির্বাচিত পাঠ্যবস্তুর সমষ্টি. আবার পাঠ্যক্রম জানতে গেলে আমাদের শিক্ষা লাভ করতে হবে, তেমনি শিশুর শিক্ষা গ্রহণের সময় আমাদের পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন হয়. আবার শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম দুটিই যদি গ্রহণ করতে হয় তা হলে ভাষার মাধ্যমে. অর্থাৎ ভাষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারব, আবার শিক্ষা ভালো সম্পন্ন করতে আমাদের পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন হবে.

অর্থাৎ এই তিনটিকে যুক্তি তুলনার মাধ্যমে বলা যায় যে, শিক্ষা, ভাষা, পাঠ্যক্রম একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত.

1.5. Selective Practicum and Reason of Selection:—

আমাদের দুইবছরের B.Ed কোর্সের Course IV (1.1.4) এ আমাদের 5টি Practicum আছে।

(i) School Visit to Find out Communication Problem/Apprehension in Students.

(ii) Designing Games and Exercises for Developing Listening, Speaking, Reading and Writing Skills.

(iii) Assignments on Developing writing skills — Summary, Letter, Paragraph, Essays, Speech.

(iv) Assignments on Developing Speaking skills — Oral Presentations, Debate, Elocution, Discussion, Brain storming.

(v) Assignments on Developing Listening Skills — Listening to speech, directions

এই 5টি Practicum থেকে আমি IV নং Practicum টি নির্বাচন করেছি

— Assignments on Developing, Speaking Skills, oral presentations, Debate, Elocution, Discussion, Brain storming

আমি এই Practicum টির নিলাম কারণ এই Practicum টির মাধ্যমে কথন দক্ষতার বৃদ্ধি পায়, এই কথন দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে আমাদের কথা বলার ক্ষমতা, কথার সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়, জোরে, জোরে কথন সম্পন্ন করলে সবার কাছেই তাদের বোঝার মধ্যে কোনো নির্ভুলতার সম্ভাবনা. কথন বৃদ্ধি পেলে, কথনের সাথে, শ্রবণ ও লিখন ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়. কথন দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য - যদি আমরা. মৌখিক উপস্থাপন, বিতর্ক সভা, আলোচনা, বাক্ পটুত্ব ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলির উপস্থাপন করি, তাহলে খুব সহজেই শিক্ষার্থীরা কথন দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে. এই পদ্ধতি গুলোর মাধ্যমে আমাদের কথন দক্ষতা বৃদ্ধি পায় আর কথন দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে শ্রোতার কাছে কোনো কথা বোঝার সুবিধা হয়. এই সমস্যা কারণে এই Practicum টা আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও [illegible].

I.6: Necessity of the Practicum:-

(1) এখানে সহপাঠীদের মাধ্যমে আমাদের মনের ভাব খুব স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারি.

(2) এখানে সহপাঠীদের মাধ্যমে অন্য ভাবেও জ্ঞান সহজেও বৃদ্ধি পায়.

(3) এখানে সহপাঠীদের মাধ্যমে, কোথায় নির্ভুলতার অভাব যায়, কোথায়, কোথাও এখানে করলে, শিক্ষকের কেমন নির্দেশ কীভাবে তা সহজেই বোঝা যায়.

(4) এখানে সহপাঠীদের মাধ্যমে কাজের গতি বৃদ্ধি করা যেতে পারে.

(5) জ্ঞানের সুসমৃদ্ধ উন্নয়ন ও তার অর্থবোধ বোঝানোর সুবিধা হয়.

(6) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে Communication Problem দূর করা যায়.

(7) এখানে বন্ধুর মাধ্যমে আমাদের নিজের fellings Share করতে পারে, যাতে মন হালকা হয়.

2.0 Objectives: (1) বাচন দক্ষতার মাধ্যমে কথাবলার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়.

(2) কথা বলার মাধ্যমে আমি অন্যের শ্রবণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করি, আর শ্রবণ দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে তার কথা বলার সক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়.

(3) অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা কম কথা বলে, এর কথা বলতে ভয় পায়, তাদের বাচন দক্ষতা বাড়ানোর জন্য – যেমন, debate, আলোচনা, বিতর্ক, মৌখিক উপস্থাপন, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর ও বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাচন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়.

(4) শিক্ষার্থী (যারা কম কথা বলে) তাদের কথা বলার প্রতি আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠে. এবং ভয় না কথা বলতে শেখে.

(5) বাচন দক্ষতার মাধ্যমে এর কথা বলার মাধ্যমে শুদ্ধ বা নির্ভুল কথা বলার প্রবণতা দেখা যায়.

3.0 Methodology:-

1. ORAL PRESENTATION বা মৌখিক উপস্থাপনা,
2. DEBATE বা বিতর্ক,
3. DISCUSSION বা আলোচনা,
4. ELOCUTION বা বাক্‌পটুত্ব
5. BRAIN STORMING বা মস্তিষ্ক প্রক্ষালন.

3.1 Tools Used :—

'বস্তুত শিক্ষণ বা - কথন দক্ষতার বর্ধনের জন্য'
যে উপায় গুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো হল

→ কথার অনুশীলন
→ শিক্ষক অভিব্যক্তি.
→ ভাষাজ্ঞান বিকাশ,
→ শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন
→ বলার ক্ষমতা.

এছাড়া ও শোনা প্রশ্নোত্তর, পুনরাবৃত্তি প্রভৃতি বা শোনা ইত্যাদি উপায়গুলো কথনের বলার ক্ষমতা বাড়ায়, এছাড়া কথন দক্ষতার Tools হিসাবে ব্যবহৃত হয় রেকর্ড video, Audio ক্যাসেটগুলোও কথন দক্ষতা বাড়িয়ে থাকে।

3.2

Topic IV. Assignments on Developing Speaking Skills — Oral Presentation, Debate, Elocution, Discussion, Brain Storming

আমরা দুটি ভাগে ভাগ করলাম

Stage - 1 | Stage - 2
3.2.1 | 3.2.2

3.2.1.1

ORAL PRESENTATION বা মৌখিক উপস্থাপন:-

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর পূর্ব পরিকল্পনামত ভাষণ বা বক্তৃতাই হল মৌখিক উপস্থাপন। মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য বা অন্যের ভাবের পারস্পরিক আদান প্রদানের জন্য ভাষার সৃষ্টি করেছে. ভাষা সৃষ্টির পর থেকে তার পরিণতি হল কী করে মনের ভাবকে সম্পূর্ণ ভাবে এবং সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যায়. বক্তব্য বিষয় একটি উচ্চ সংস্কৃতির বা চিন্তার যুক্তিনির্ভর হলেই সাফল্য লাভ করা যায় না. সেই সঙ্গে তার একটি নির্দিষ্ট সঠিক প্রকাশভঙ্গিও প্রয়োজন; অর্থাৎ বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারা প্রয়োজন. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভাষা' কবিতায় লিখেছিলেন " হৃদয়ের বাণী মনে লাগিতে সম্পূর্ণ বাণী দিন যায় নাই হৃদয়ের অন্তরবাণী ভাষা।" এই উক্তি থেকে ভাষণ বা বক্তৃতার সার্থকতা.

■ Rules of Succesful ORAL PRESENTATION:

1. এর সাহায্যে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠস্বর উন্নত হয়।
2. উপযুক্ত যুক্তির ব্যবহার শেখে।
3. সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক উচ্চারণ শেখে।
4. মুদ্রাদোষগুলি পরিত্যাগ করা সম্ভব,

• Teachers Role:—

1. শিক্ষক/শিক্ষিকারা মৌখিক উপস্থাপনের বিষয় এবং সময় শিক্ষার্থীদের বেশ কয়েকদিন আগে জানিয়ে দেবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রস্তুত হতে পারে।
2. নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য উপযুক্ত বই, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির নাম বলে দেবেন।
3. শিক্ষক অবশ্যই শিক্ষার্থীর মৌখিক উপস্থাপনে ত্রুটিগুলো দূর করার চেষ্টা করবেন।
4. প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অগ্রগতি হিসাব রাখবেন এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দান করবেন,

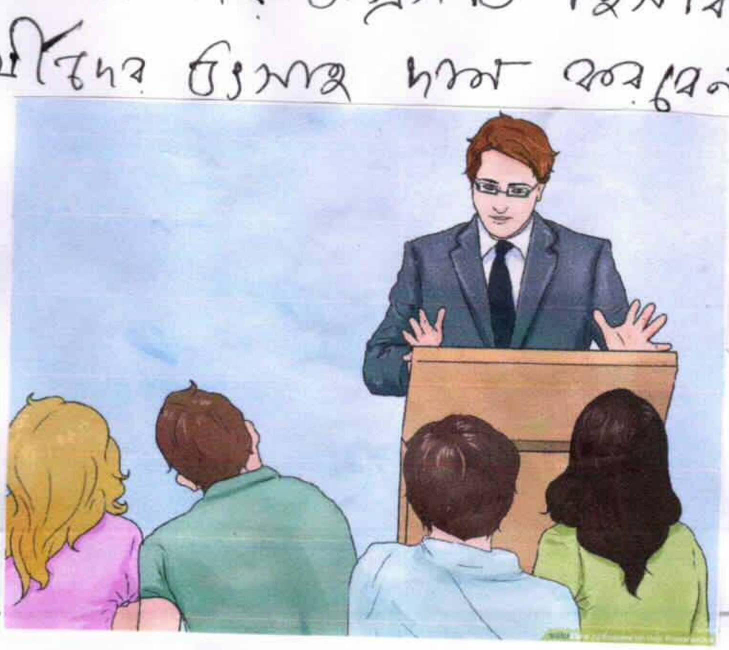

DEMOCRACY
DEBATES
SPEECH
TEAM B

3:2:12 Debate বা বিতর্ক:- আধুনিক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক কেন্দ্রিক শিক্ষণ ও শিক্ষার্থীর বিষয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মনোবিজ্ঞানীরা শিক্ষণ-শিক্ষণ কৌশল গুলি চিহ্নিত করেছেন. এই কৌশল গুলিকে প্রধানত 2টি ভাগে ভাগ করা হয়. দুইয়েরই প্রয়োজনীয়তা আছে. (1) একটি দলগত ভাবে শিক্ষণ, (2) অন্যটি একক ভাবে শিক্ষণ.

যখন শিক্ষকের নির্দেশে অথবা নিজেদের প্রয়োজনে শিক্ষার্থীরা দুটি, তিনটি, দলে ভাগ হয়ে শিক্ষালাভ করে তখন তাকে দলগত শিক্ষণ বলে.

দলগত শিক্ষণের সুবিধা আছে, শিক্ষার্থীরা শিক্ষণে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করতে পারে. সহযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, নেতৃত্ব বিকাশ, সাফল্য ও ব্যর্থতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পায়.

Debate এ দুটি দল থাকে প্রস্তাবের পক্ষে প্রস্তাবের বিপক্ষে.

উদাহরণ:- পঞ্চম শ্রেণীর 20জন ছাত্র ও ছাত্রী নিয়ে বিতর্ক সভার আয়োজন করেছিলাম,
বিষয়: ছাত্রজীবনে আরোও শিক্ষা নয় কম শিক্ষা বেশী

মনোবৃত্তি :—

পক্ষে	বিপক্ষে
(1) যে বিষয়ে অনেক রকম চিন্তা বিভিন্ন করে পরীক্ষার হওয়ায়	(1) যারা বেশি নম্বর পায় তারা হয় ভালো সরকারি তাদের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে চাকরি দেন.
(2) শিক্ষার্থীর নিরাপত্তা ও মূল্যায়নের সুযোগ পায়.	(2) অনেক বেশি নম্বর পেতে চায়.

Rules of Successful Debate:

1. শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ক্ষমতার বৃদ্ধি পায়.
2. শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা বাড়ে.
3. যুক্তি অহংকারের উপারের মত মনন করতে শেখে.
4. যে সব ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকে সেই বিষয়ে বিতর্কের মধ্যে দিয়ে মীমাংসামূলক সিদ্ধান্তে আসা যায়.

Teachers Role:

1. বিতর্কের বিষয়বস্তু নির্বাচনে কিছু সীমাবদ্ধতা আছে. যে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে কেবল মাত্র সেই বিষয়গুলিকেই বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে.

2. শিক্ষকদের দল পরিচালনার সময় সতর্ক থাকতে হবে যেন প্রতিটি দলের শিক্ষার্থী পর্যায়ক্রমে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে.

3. শিক্ষকদের সকল দলের উপর নজর রাখতে হবে যাতে বিতর্ক টপিকগুলির পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়.

4. বিতর্কসভায়, সুস্থ, সবল, সক্ষম শিক্ষক/শিক্ষিকাদেরই বিচার করতে হবে.

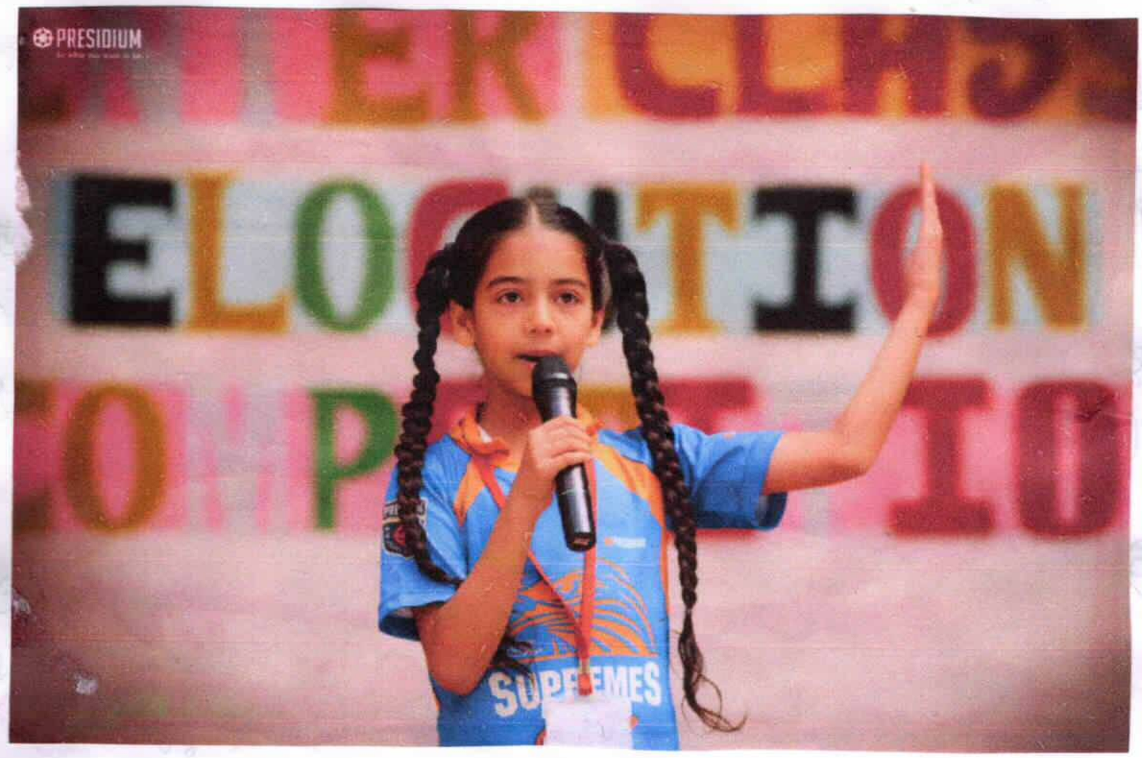
PRESIDIUM
SUPREMES

3.2.1.3

◆ **Elocution বা বাক্‌পটুত্ব :-** সাধারণত বক্তৃতাকে অনেকেরা বাগ্মিতার সঙ্গে এক করে দেখেন. কিন্তু বক্তৃতা আর বাক্‌পটুত্ব এক জিনিস নয়, বক্তৃতার অর্থ ইলোকিউশন — জনগণ বা শ্রোতাদের কাছে কোনো বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করাকে বক্তৃতা বলে, আর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বাগ্মিতার প্রয়োজন হয়. তবে অনেকের বক্তৃতা (বক্তব্য) দেওয়ার ক্ষমতাকে বাগ্মিতা বা Elocution বলে.

দৈনন্দিন জীবনে বাক্‌পটুত্ব সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন; নিজের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ করতে না পারলে জীবনে নানা সমস্যার উদয় হয়.

বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাক্‌পটুত্ব অর্জন করা সম্ভব. বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ অথবা সঠিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আন্তরিক চেষ্টা করে আসলে তবেই শিক্ষার্থীদের বাক্‌পটুত্ব বৃদ্ধি পায়.

Rules of Successful of Elocution :-

① শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশ মেনে চলার চেষ্টা করবে.

② নির্বাচিত বিষয় ভালো করে জেনে ও বলার চেষ্টা করবে.

③ উচ্চারণের সময় সুন্দর ভাবে অভ্যাস করবে,

④ প্রয়োজনে মান্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বক্তব্য অনুসরণ করবে,

Teachers Role :-

① শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ্য বিবেচনা করে বিষয় নির্বাচন করবেন.

② ভালো লাগা বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য সময় নির্ধারণ করবেন.

③ কোনো সংবেদনশীল বিষয় যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি, সংস্থা, ধর্মসম্প্রদায় অপমানিত বোধ না করে সেদিকে শিক্ষক নজর রাখবেন

④ বক্তব্যের সময় যাতে দীর্ঘ বিরক্তিকর না হয়. কোনো শ্রোতার যাতে বক্তব্যের ব্যাখ্যা ভিন্নরকম অর্থ না করেন সেদিকে নজর রাখতে হবে,

GROUP DISCUSSION

3.2.1.4

◆ Discussion বা আলোচনা :–

সুষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে পারস্পরিক মধ্যে উন্মুক্ত মত বিনিময়কে আলোচনা বলে। আলোচনা কোনো বিষয়, কোনো ব্যক্তি, কোনো সংস্থা, কোনো উপন্যাস, নাটক, সিনেমা, রাজনীতি, অর্থনীতি যে কোনো বিষয়ে হতে পারে। শিক্ষণ কৌশলের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক দক্ষতার বিকাশিত হয় সর্বত্রে পরিবর্তনশীল ও জীবনে উন্নতিতে জ্ঞানের ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে, এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক রূপে আলোচনা সভা বিভিন্ন ভাবে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। আলোচনাতে সকলে স্বাধীনভাবে নিজস্ব মত মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। অর্থাৎ যখন কোনো একটি দলে কিছু সংখ্যক পারস্পরিক সহযোগিতায় কোনো বিশেষ সমস্যার বা বিষয় সম্পর্কে আলাপ করেন, তাকেই আলোচনা বলে।

Rules of Succesful Discussion :—

1. আলোচনার মাধ্যমে শ্রবণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়
2. স্পষ্টতা (কথার) মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়.
3. কথার মাধ্যমে কথা বলার সাবলীলতা বৃদ্ধি পায়.
4. কথার মাধ্যমে কথার সৌন্দর্যবিধান হয়.

Teachers Role:

1. শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণী, ভাষাগত দক্ষতা, রুচি, সামর্থ্য বিচার করে আলোচনার বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন,
2. শিক্ষক সহায়কের ভূমিকায় থাকবেন.
3. শিক্ষক নিজে আদর্শ কথনের নমুনা দেবার চেষ্টা করবেন. প্রয়োজনে টেপ রেকর্ডার, রেডিও, দূরদর্শনের প্রোগ্রাম দেখাতে পারেন.
4. শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সুযোগ দেবেন,

3.2.7.5

◆ Brain Storming বা মস্তিষ্ক প্রচালনঃ-

মস্তিষ্ক প্রচালন হল এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত মস্তিষ্কে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের চিন্তা স্বাধীনভাবে বিকশিত এবং প্রকাশিত হয়. এখানে তাদের উৎকর্ষতা বা সত্যতা বিচারের প্রতি তত গুরুত্ব দেওয়া হয় না. এই পদ্ধতিটি Osborn কর্তৃক (১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁর প্রকাশিত Applied Imagination নামক গ্রন্থে দিয়েছে. এটি বিশেষ কোনো বিচার ছাড়াই একটি দলের সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ের সমস্যাসমাধানে অংশগ্রহণ করিয়ে দিয়ে আলোচনা করা হয়. এটি সাধারণতঃ দু'জনের যৌক্তিক চিন্তন প্রতিফলনমূলক চিন্তনের উপর আলোকপাত করে, এটি সৃজনশীল ক্ষমতা, সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা প্রভৃতির উপরে ও আলোকপাত করে. এটি সৃজনাত্মক ক্ষমতা, সমস্যাসমাধানের ক্ষমতা প্রভৃতির উপরে ও আলোকপাত করে. এটি বৌদ্ধিক আবেগ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশে সাহায্য ও যুক্ত.

Rules of Succesful Brain Storming :-

① শিক্ষার্থীদের যুক্তি বাড়ানো.
② বিদ্যার্থীদের GK এর দক্ষতার বৃদ্ধি করা.
③ শিক্ষার্থীদের উপস্থিত বুদ্ধি সঞ্চার করা
④ বিদ্যার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়বে,

Teachers Role :-

① শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি বাড়ানোর ক্ষেত্রে শিক্ষকরা সাহায্য করে.

② GK এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পায়. তার যে সব ছাত্র/ছাত্রী বা কম কথা বলে তারাও GK এবং আলোচনায় ঠিক উত্তর দেয় এবং তাদের কথাবলার fluency বাড়ে.

③ শিক্ষকরা এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপস্থিত বুদ্ধি সঞ্চার করতে পারে.

④ বিদ্যার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ বাড়াতে শিক্ষক বা অভিভাবক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এদের IQ level এর ও বৃদ্ধি করতে পারে.

Stage - 2
3.2.2.1

Sample of Oral Presentation:-

এই বিষয়ের Text টিমধ্যে / বক্তব্য বিষয়ে বিষয়ে পারিপার্শ্বিক হলেও বা 'ছাত্র', শিক্ষক বা কোনো group এ বলে থাকে, তবে যে বলে, সে কিছু মত মূল্য চায় তা অন্যের কাছে share করে, এবং তা বলার মাধ্যমে শ্রোতার নতুন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন কিছু শিখতে পারে.

মৌখিক উপস্থাপনার মাধ্যমে: ভাষার মাধ্যমে হয়ে থাকে, শিক্ষার্থীরা শোনার মাধ্যমে হতে পারে, যে বক্তা সে মূল বিষয়বস্তু নিয়ে বক্তব্য দেয় যে বিষয়ে বলে, অন্যের কথনের, কথনের শ্রোতাদের বক্তব্যের উপর বক্তার কথা নির্ভর করে, এবং মাধ্যমে যেমন বক্তার কথন নিয়ন্ত্রিত হয়, তার তা কথনের মাধ্যমে শ্রোতাদের শ্রবণ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়.

আমি এই মৌখিক উপস্থাপনাটি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের সামনে শিক্ষক হিসেবে ছাত্রদের কাছে বক্তা হিসাবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কোভিড পরিস্থিতিতে আমি সেখানে বিদ্যালয়ে যেতে পারিনি, তাই এই মৌখিক উপস্থাপনার শুধুমাত্র ধাপ আমি নিজে বাড়িতে বসে আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে করতে চেয়েছি,

আমরা Oral Presentation ~~পাঁচ~~ প্রকারে করতে পারি. যেমন

~~(i) Non verbal.~~
(ii) Verbal - oral → Face to Face
(iii) Verbal - oral → distance
(iv) Verbal - Written
(iv) Formal and Informal Type of communication
এই দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা Oral Presentation

মৌখিক উপস্থাপনা করতে পারি.

আমরা আমাদের এই B.Ed. Course এর এই দুই বছরগুলো অতিক্রম করছি, আমাদের Teachers রা আমাদের meet through মৌখিক উপস্থাপন করছে, আর আমরাও meet এর মাধ্যমে মৌখিক উপস্থাপনা করছি, এই পদ্ধতিতেই আমরা শিক্ষক / শিক্ষার্থীর যোগাযোগ স্থাপন করছি.

Sample of Debate :-

বাচ্চাদের টিফিন কী বিদ্যালয়ে আনা উচিত.

এই পরিস্থিতিতে আমি একজন পক্ষে, বিপক্ষে আমরা বলতে পারি, এই পক্ষ, বিপক্ষ বিতর্ক সম্পর্কে বিদ্যালয়ে আলোচনা করা উচিত, কিন্তু যেমন এই টিফিনের পরিস্থিতিতে আমি এই ব্যাপারটি ইন্টারনেটের সাহায্যে উপস্থাপন করলাম.

পক্ষে	বিপক্ষে
কমিশনের বলেন বাচ্চাদের টিফিন বিদ্যালয়ে আনার রীতি, তাদের এই টিফিন খেলে বাচ্চাদের সময় মত খিদে, তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়. বাচ্চারা বাড়িতে খেতে দেরি হয়ে যায়. তেমন যদি এই বাচ্চাদের টিফিন বাড়ির খাবার না হয়, বাচ্চারা ফাস্ট ফুড খেতে পারে. পিৎজা, নুডলস, চাউমিন, বার্গার এই সব. কম বয়সে নুডলস, চাউমিন খাওয়া যায় বাচ্চারা খুব দামী দামী খাবার কিনতে পারে না, তাই সবাইকে এইসব কম দামে খাবার স্কুলে দেওয়া যায়.	কমিশনের বলেন বাচ্চার টিফিন বিদ্যালয়ে আনার রীতি নয় এই টিফিন খেলে বাড়িতে খাবার খুবই ক্ষতিকারক, খুবই oily হয়, অধিকাংশ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন রোগের কারণ হয়. যেমন ধূমপান, হার্ট অ্যাটাক, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস ইত্যাদি, ইত্যাদি. এই বাচ্চারা টিফিনে কোনো পুষ্টিকর খাবার নেই. এই বাচ্চারা টিফিনে অনেক রকম ক্ষতিকর রং ও প্রিজারভেটিভ দেওয়া হয়. স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকারক, টিফিন খেয়ে পেট ভর্তি হয়ে যায় তাই Lunch, Dinner Skip করে সব মিলিয়ে শরীরের জন্য খুব ক্ষতিকারক.

3.2.2.3

Sample of elocution:-

আমরা শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সকলকে, অর্থাৎ বন্ধুদের, বক্তার বক্তব্য দেওয়ার মাধ্যমকে বলেছিলাম বাচিকশিল্প, বা বক্তৃতা বা Elocution.

এর মাধ্যমে বক্তা সমস্ত বলার দক্ষতা বাড়ে, প্রত্যেক বক্তার সামনে কথা বলতে দারুণ হয়, সেক্ষেত্রে তাদের সাহায্য হবে. আমরা বক্তার বক্তৃতা দেওয়ার, তথ্য প্রদান বন্ধুদেরকে উপস্থাপন করতে পারি, কিন্তু এই যুগে আমাদের কোভিড পরিস্থিতির জন্য স্কুলে বিদ্যালয়ে যেতে পারিনি, তাই স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে direct যোগাযোগ করতে পারিনি. এই জন্য তাই আমরা Internet এর মাধ্যমে এই বক্তৃতার Sample জোগাড় করতে পারি.

যেমন বিভিন্ন সুর করলে বক্তা যে কোনো বিষয়, কবি, কোনো অভিনেতা, অভিনেত্রী, রাজনীতিবিদ, বক্তার, শিক্ষক যে কেউ হতে পারেন, তাদের বক্তব্য শুনলে আমরা তাদের বক্তৃতার দিতে পারি, তাতে আমাদের ও জীবন দক্ষতা সহ বলার দক্ষতা বাড়তে পারে.

যেমন আমাদের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ড: এ.পি.জে আব্দুল কালাম মহাশয়ের বক্তব্যগুলো শুনলে মনে, আমাদের জীবন দক্ষতা সহ, আমাদের কথা বলার দক্ষতাও বৃদ্ধি পাবে. তিনি বিজ্ঞানের সাথেই এক (অন্যতম) বক্তা, তিনি তাঁর বক্তৃতা শুনলে মুগ্ধ হতে হয়, তাঁর বাচনভঙ্গি বা বক্তৃতা অতুলনীয়, তিনি আমাদের কাছে প্রেরণা তাঁর বক্তব্যের অনুসরণ করলে আমরাও এরকম সুন্দর বক্তৃতা উপস্থাপন করতে পারি.

4.0 উপসংহার :-

উপরোক্ত সব কিছু আলোচনা করার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি যে কোন দক্ষতার বিকাশের জন্য মৌখিক উপস্থাপনা, বিতর্ক, আলোচনা, বক্তৃতা ও আবৃত্তি, প্রদর্শন ইত্যাদির ব্যবহার করার দরকার, এই ব্যাপারে স্কুলের ভূমিকা অপরিসীম বিকাশসাধনে অসম্ভব, কিন্তু এই অতিমারী (কোভিড) পরিস্থিতিতে আমরা এই কাজগুলো আমাদের বিদ্যালয়ে স্কুলেতে নিয়মে করতে পারিনি, তাই এইগুলো আমরা আমাদের বাড়ীতে, ও বন্ধু ইত্যাদির সঙ্গে চেষ্টা করেছি, এই পদ্ধতি গুলো অবলম্বন করলে, শিক্ষার্থীদের কাজের বিকাশ হয়, আত্মবিশ্বাস বাড়ে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা অর্জনের কারণে, কোন বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়. তাছাড়া, শিক্ষার্থী নিজের সমস্যার সমাধান করতে শেখে, এবং অপরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে, এই সমস্ত কারণে যেকোন দক্ষতা বিকাশের জন্য উপরোক্ত পদ্ধতি গুলো অবলম্বন করা প্রয়োজন. .

References:-

1. Adams, E & Rollings, A (2007). Fundamentals Of Game Design- P.277 River, NJ Prentice Hall

2. Harnad, S. Lancaster, J.B., & Steklis, H.D "Induction, evaluation and accountability Origins and Evolution of Language and Speech, New York, New York Academy of Science 1976

3. Mishra, S (2017) LANGUAGE ACROSS THE CURRICULUM Kolkata, West Bengal, Rita Publication

4. Sanyal, S & Mukherjee, U (2015) Language Across the Curriculum. Kolkata, West Bengal, Rita Publication

5. Williams, T Bicknell, A.E. "The Journal of education", Volume 174 (Issues 1-3), 1992